গাংনীতে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। হেলাল উদ্দীন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের বীলপাড়া এলাকার জমির উদ্দীনের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীনকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, বিক্রির উদ্যোশে বাড়িতে হেরোইন মজুদ করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেলালকে আটক করা হয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম, এএসআই শকিল আহমেদ ও সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী এই অভিযান পরিচালনা করেন।

হেলাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে এর আগেও একটি মাদকের মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বলে জানান এসআই তৌহিদুল ইসলাম।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে আটক হেলাল উদ্দীনকে আদালতের নেওয়া হবে।

গাংনীতে নিখোঁজ এইচ.এসসি

পরীক্ষার্থী উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামের নিখোঁজ এইসএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশকে (১৮) ফরিদপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) বিকালে ফরিদপুরের একটি স্থান থেকে সে নিজেই তার পরিবারের লোকজনের কাছে ফোন দিয়ে তার লোকেশন জানান। পরে আকাইদ ইসলামের পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে নেওয়ার জন্য রওনা দিয়েছেন।

আকাইদ ইসলামের পিতা আমিনুল ইসলাম মোবাইল ফোনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে আকাইদ ইসলামের পিতা আমিনুল ইসলামের কথাবার্তা অসংলগ্ন বলে মনে হয়েছে। তিনি জানান, ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তার জ্ঞান ফিরে এলে সে নিজেই আমাদের কল দিয়ে জানান। আমরা তাকে নিয়ে আসার জন্য পথেই আছি। তবে এখন হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে ছেলের কাছে যাবো।

উল্লেখ্য, গত সোমবার বিকেলে বই কেনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বামন্দীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। তারপর থেকে সে বাড়ি ফিরে আসেনি। আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ থেকে চলতি বছরে এইসএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশ(১৮)। এর আগে চারটি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। আজকে তার আইসিটি পরীক্ষা ছিল।

আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। সে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, খবরটি শোনার পর ওই বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া নিখোঁজের পরিবারের পক্ষ থেকে সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেছে। তাকে ফরিদপুরে পাওয়া গেছে বলে পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে। তাকে নিয়ে এসে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মেহেরপুরে শ্মশান ঘাটে ঠাই হওয়া দম্পতি পেলেন নতুন পাকা ঘর

ঘর ভাড়া দিতে না পারায় সিরাজুল ও নার্গিস খাতুন নামের এক দম্পতিকে ঘর থেকে বের করে দেন বাড়ি মালিক। পরে উপায় না পেয়ে কাজলা নদির ধারে শ্মশান ঘাটে সরকারি জমিতে পাট খড়ি দিয়ে খুবড়ি ঘর বানিয়ে থাকতে শুরু করেন এই দম্পতি। সেখানেই এক চোখ নষ্ট অসহায় সিরাজুল ইসলাম চা বিক্রি করে কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছিল। ঘটনাটি মেহেরপুর সদর উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের। অসহায় ওই দম্পতি একটি ঘর পাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর একটি লিখিত আবেদন করেন।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেই শ্মশান ঘাটে গিয়ে ঘটনার সত্যতা পান। এবং তাৎক্ষনিক শ্মশান ঘাট থেকে নিজ পকেট থেকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে তাদের নিয়ে এসে রঘুনাথপুর আশ্রয়নের ১৪৬ নম্বর একটি সেমি পাকা ঘর প্রদান করেন তাদের।

জানা গেছে, সিরাজুল ও নার্গিস দম্পতি মেহেরপুর সদর উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের বাসিন্দা। বারাবরই তাদের কোন জমিজায়গা নেই। গাংনী উপজেলার একটি ঘরে মাসিক ২ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে তারা বসবাস করতেন। তাদের এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। তারা দুজনেই বিয়ে করে শশুর বাড়িতে বসবাস করেন। অসহায় দম্পতি রাস্তার ধারে ভ্রাম্যমান চা বিক্রিতা হিসেবে কাজ করে সামান্য কিছু টাকা আয় করেন। যা দিয়ে তাদের সংসার চালানোই দায়। এমতাবস্তায় ঘর ভাড়ার টাকা দিতে না পারায় ঘর মালিক তাদের বের করে দেন।

এ বিষয়ে সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার এক চোখ নষ্ট। আরেক চোখে হালকা দেখতে পাই। টুকটাক চা বেচে কোন রকম সংসার চলে। ঘর ভাড়া দেবো কোথায় থেকে। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া ইউএনও স্যার আমাকে একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এখন আর রোদ বৃষ্টি আমাদের গায়ে পড়েব না। আমরা পাকা ঘরে থাকবো। সিরাজুলের স্ত্রী নার্গিস খাতুন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, সরকারি ঘরটা না পেলে হয়তো আমরা পৃথিবীতে আর বেচে থাকতাম না। কারন এভাবে মাঠে মাঠে রাত কাটিয়ে জীবন চলতে পারে না।

в соответствии с которыми, в частности, предусматривается, что при выявлении в ходе проверки, проводимой в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, признаков нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо, уполномоченное на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, обязано принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по пресечению нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранению выявленных несоответствий, в том числе по их предотвращению, привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении указанных требований, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по направлению информации о выявленных нарушениях в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, к должностным лицам которых законодательством Российской Федерации отнесены полномочия по принятию мер по устранению таких нарушений, их предотвращению, привлечению к ответственности виновных лиц.

Требования к порядку организации и проведения

Порядок организации и проведения проверок в рамках муниципального контроля должен соответствовать требованиям, установленным федеральным законом, а также принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.

Не допускается проведение (в том числе) внеплановой проверки в рамках осуществления муниципального контроля, если основания для ее проведения не предусмотрены федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом, а также если такая проверка проводится с нарушением требований федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта.

Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения плановых проверок, которые утверждаются руководителем органа муниципального контроля. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом, в том числе по истечении срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, или предотвращении возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, муниципального образования, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в целях контроля за выполнением предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствующей сфере деятельности и (или) истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.

করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম ও পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ঠিকাদারদের নিয়ে এলজিইডি’র কর্মশালা

মেহেরপুরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র ঠিকাদারদের নিয়ে জাতীয় দরদাতাদের ডাটাবেসের উপর দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আাজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা দুই জেলার দরদাতাদের নিয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র আয়োজনে ও ডেভলপমেন্ট ডিজাইন এন্ড কনস্ট্রাকশন (ডিডিসি)’র সহযোগিতায় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্রকিউভমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী প্রকৌশলী সোনিয়া নওরীন।

এসময় তিনি বলেন, সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি ইজিপি সিস্টেমে ন্যাশনাল টেন্ডারার্স ডেটাবেস (এনটিডিবি) মডিউল অন্তর্ভুক্ত করেছে। যা দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত সনদপত্রের পুনরাবৃত্তিমূলক যাচাই এড়ানো সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, দরদাতাগণের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সনদসমূহ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা এবং যাচাই করা হলে, সেগুলি ই-জিপি সিস্টেমে অনলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে ঠিকাদারদের সারা দেশে বিভিন্ন সংস্থার কাছে বারবার অভিজ্ঞতার রেকর্ড জমা দিতে না হয়।

ডিডিসি সদস্য মাহাথির মহিউদ্দীনের সঞ্চালনায় এ সময় মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ডিডিসি এর আই সিটি ডিভিশনের প্রধান মোঃ জিয়াউর রহমান, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আমাম হোসেন মিলুসহ এলজিইডির দুই জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ভৈরব নদীতে অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জাল আটক ও বিনষ্ট

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে জাটকা বিরোধী/চিংড়ি পুশ/অবৈধ জাল/অবৈধ বাঁধ অপসারণ বিষয়ক মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার ভৈরব নদীতে পেতে রাখা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ি জালের অপসারণে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন এর নেতৃত্বে অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন।

এসময় নদীতে পেতে রাখা অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জালগুলো অপসারণ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।এ সময় অবৈধ জাল পাতার অপরাধে একজনকে আটক করে ২০০ টাকার জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, অবৈধ চায়না দুয়ারী এবং কারেন্ট জলের কারণে ভৈরব নদীতে মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তারে বিরূপ প্রভাব পড়ছে ওই জালে মাছ বা অন্য কোন প্রাণী প্রবেশ করলেই সে মারা যায়

এভাবেই ভৈরব নদীর তে মাছের যে জীববৈচৈত্র বা দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবিস্তার ব্যাপক হারে কমে আসছে। তাই মৎস্য অফিস এইসব অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। সেই সাথে মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে জনগণকেও সচেতন করা হচ্ছে। এই অবৈধ জালের বিরুদ্ধে মৎস্য অফিসের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ভৈরব নদীতে জেলা মৎস্য অফিসের অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন, মুজিবনগর থানার এসআই সজীব এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম। উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী আহসান হাবিব। অফিস সহকারী খালিদ হাসান পলাশ।

গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্স, কাংখিত চিকিৎসা পাচ্ছেনা উপজেলাবাসী

জনবল ও চিকিৎসক সংকটে জোড়াতালি দিয়ে চলছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা। প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকট থাকায় কাঙ্খিত চিকিৎসা পাচ্ছেননা এমন অভিযোগ উপজেলাবাসীর। জনবল সংকটের কারনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি চলছে জোড়াতালি দিয়ে। চিকিৎসা দিতে গিয়েও হাপিয়ে উঠছেন চিকিৎসকরা। অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার থাকলেও ডাক্তারের অভাবে তা বন্ধ। ফলে কোন কাজে আসছেনা প্রায় কোটি টাকা মুল্যেও অপারেশন থিয়েটার। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছিনা। অনেক কষ্ট করেই চালাতে হচ্ছে চিকিৎসা কার্যক্রম।

জানা গেছে, মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার সবচেয়ে জনবহুল উপজেলা গাংনীবাসীকে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু সে মোতাবেক জনবল ও চিকিৎসক দেয়া হয়নি।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে ১০ জন জুনিয়র কনসালটেন্ট সহ মোট ২১ জন

চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও এ হাসপাতালে রয়েছেন মাত্র ১১ জন। যদিও খাতা-কলমে দায়িত্ব পালন করছেন ১২ জন। জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জিক্যাল) একজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটিশনে রয়েছেন।

এছাড়াও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দু’টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর থাকলেও তা বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন। বিদ্যুৎ চলে গেলেই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হয়ে ওঠে অন্ধকারচ্ছন্ন। মোবাইলের লাইট জ্বলিয়ে দিতে হয় চিকিৎসা সেবা।

অপরিচ্ছন্নতা, ওয়ার্ডে পানি ও বিদ্যুতের সমস্যা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বাথরুমসহ নানা সমস্যা রয়েছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মো: মনিরুল ইসলাম জানান, ১৯৬৮ সালে নির্মিত হয় গাংনী উপজেলা ৩১ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি। উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, একটি পৌরসভাসহ অন্তত সাড়ে চার লাখ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এটি। ২০০৮ সালে ৩১ শয্যার হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও সেবার মান আজও বাড়েনি। দেয়া হয়নি চাহিদা মতো জনবল ও চিকিৎসক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাসপাতালে মোট ১০টি জুনিয়র কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও খাতা-কলমে রয়েছেন ৪ জন। আর হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন ৩ জন। বাকি ১ জন অন্যত্র ডিউটিতে থাকেন। একজন এনস্থেসিয়া থাকলেও হাসপাতালে তার দেখা পাওয়া ভার। সার্জিক্যাল কনসালটেন্ট না থাকায় বন্ধ অপারেশন।

গাইনী, চক্ষু, অর্থপেডিক্স, কার্ডিওলজি, ইএনটি (নাক কান গলা) এবং চর্ম যৌন রোগের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও পদগুলি দীর্ঘদিন শুন্য থাকায় গাংনীবাসী কাঙখিত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২০২৩ সালের জানুয়ারীতে ইলেক্ট্রিশয়ানের(জুনয়র মেকানিক) পদটি মৃত্যু জনিত কারনে শূন্য হলেও আজও ইলেক্ট্রিশিয়ান দেয়া হয়নি ফলে হাসপাতালে বৈদ্যতিক ত্রুটি হলেই ফ্যান লাইটসহ সব যন্ত্রপাতি বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতাল হয়ে পড়ে ভুতুড়ে অবস্থা। ৩টি অফিস সহকারির পদ থাকলেও সবই শুন্য। ওয়ার্ড বয় পদ ৩টি এ পদই ২০২২ সাল থেকে রয়েছে শুন্য। ২০২১ সাল থেকে ২জন নৈশ্য প্রহরীর পদ থাকলেও দুটি পদই শুন্য। ৫জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদ থাকলেও মাত্র ১জন

পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছেন। তিনিও ঠিকমতো হাসপাতালটিতে আসেননা বলে অভিযোগ রোগী সাধারনের। মশালচি(কুক) পদে দুটি পদ থাকলেও আছে ১জন। ফলে ভর্তি রোগীদের খাবার সরবরাহ একার জন্য খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। রোগীদের সময়মত খাবার সরবরাহ করতে পারেনা।

হাসপাতালে প্রতিদিন তিন থেকে চার শতাধিক রোগী চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। ভর্তি হন ৩৫-৪০ জন। চিকিৎসা দিতে না পারায় বেশিরভাগ রোগীকে উন্নত চিকিৎসার কথা বলে জেলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গত বছর ২০২৩ সালের জানুয়ারী থেকে ৩০ ডিসেম্বও প্রর্যন্ত এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন ১ লক্ষ ৭ হাজার ২৪৩জন। চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন ৫০ হাজার ২৯৪ জন রোগী।

হাসপাতালের একমাত্র এক্স-রে মেশিনটি মাঝে মধ্যে ঠিক হলেও ফিল্ম থাকে না। দুটি অপারেশন থিয়েটার থাকলেও চিকিৎসকের অভাবে অব্যবহৃত পড়ে থাকে বছরের পর বছর। প্যাথলজি বিভাগ থাকার পরও পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য রোগীদের বাইরের ক্লিনিকে পাঠানো হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা উপজেলার লক্ষী নারায়নপুর ধলা গ্রামের বিলকিস খাতুন জানান, জরুরী বিভাগ থেকে ডাক্তার রোগের কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাইরে থেকে করিয়ে আনতে বলেন। আমরা গরীব মানুষ। টাকা দিয়ে বাইরে থেকে টেস্ট করানোর অবস্থা নেই। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ও ডাক্তার থাকলে আমাদের খুবই উপকার হতো। তিনি আরও জানান,১২টা বাজলে আর কোন পরিক্ষা করানো হয়না হাসপাতালে। তখন রোগীরা নিরুপাই হয়ে প্রাইভেট ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরিক্ষা করাতে হচ্ছে।

অসুস্থ মাকে নিয়ে হাসপাতালে আসা কাথুলী গ্রামের আরজিয়া খাতুন বলেন, সকাল ৮টার দিকে হাসপাতালে এসেছি। সাড়ে ১১টা বাজলো। রোগীদেও অনেক ভীড়, এখনও আমার রোগী দেখলো না। সেবা নিতে এসে আমরা সেবা পাচ্ছি না।

উপজেলার আমতৈল গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, পেটের সমস্যা নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাই। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় মেডিকেল অফিসার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। কিন্তু ওষুধ খেয়ে অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।

বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সাইদুল ইসলাম জানান, তিনি পায়ের ক্ষত নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে যান। সার্জারি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় তাকে ১২ কিলোমিটার দুরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে যেতে হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সুপ্রভা রানী বলেন, হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বাড়ানো হয়নি। ১১জন চিকিৎসক দিয়ে চলছে চিকিৎসা সেবা। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোগীদের ভীড় থাকে। এসকল রোগীদেও চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসকরা হিমশিম খেয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল সংকট রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে শূন্য পদে জনবল ও চিকিৎসক পূরণ হলে চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব।

গাংনীতে এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিখোঁজ, থানায় জিডি

বাড়ি থেকে বই কেনার জন্য বের হয়ে আর ফিরে আসেনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশ (১৮)।

আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। সে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) তার আইসিটি পরীক্ষা।

আকাশের পিতা আমিনুল ইসলাম জানান, গতকাল সোমবার বিকেলে বই কেনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বামন্দীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। তারপর থেকে সে বাড়ি ফিরে আসেনি। বতর্মানে সে নিখোঁজ। আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজা খুজির পরেও পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খোঁজ খবর নেয়ার জন্য গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিখোঁজ আকাশের গ্রামের বাড়িতে যান। তিনি বলেন, আজকে তার আইসিটি পরীক্ষা। আমার ধারণা, ছেলে আর ভালো অবস্থায় নেই। তাকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, খবরটি শোনার পর ওই বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজের পরিবারের পক্ষ থেকে সাধারণ ডাইরি (জিডি) করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা দায়ের আটক ২

মুজিবনগরে গত রবিবার বিকেলে শিবপুর গ্রামের হামাদুল ইসলাম এর ছেলে শহিদুল ইসলামকে কেদারগজ বাজারে মারধর এবং পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামে শহিদুল ইসলামের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ২ আসামি কুদ্দুস শেখ ও তার ছেলে তন্ময় শেখ কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

অভিযোগকারী শহিদুল ইসলামের এজাহার সূত্রে জানা গেছে পূর্ব বিরোধের জের ধরিয়া রবিবার বিকাল ৪ টার সময় ০১নং আসামী ইমান শেখ হাতে লোহার রড নিয়ে আমাকে কেদারগঞ্জ বাজারের ব্রীজের উপর দেখতে পেয়ে অতর্কিতভাবে হামলা করে এলোপাতাড়িভাবে মারতে থাকে। মারপিট দেখে আমার খালোতো ভাই শিবপুর গ্রামের জিনারুল গাজীর ছেলে মোরশেদ আলম (৩০) ঠেকাইতে গেলে ইমান শেখ তার হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে মাথায় আঘাত করতে গেলে আঘাতটি তার ডান হাতের কব্জির উপর লেগে গুরুতর হাড়ভাঙ্গা জখম হয়। আমাদের চিৎকারে আমিসহ বাজারের লোকজন আমার খালাতো ভাইকে তার হাত থেকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাই।

পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামের ইমান শেখ (৫৩), পিতা-মৃত আমির শেখ, লাল্টু শেখ ও (রান্টু)(২৭), পিতা-রহিম শেখ (ভরা শেখ), শাহাবুদ্দিন শেখ (৪২), পিতা-আমির শেখ, সিয়াম শেখ(২০), পিতা- শাহাবুদ্দিন শেখ, গিয়াস শেখ (৪০), পিতা-আমির শেখ, কুদ্দুস শেখ(৫৩), পিতা-মৃত খেদের শেখ, তনয়ে শেখ (২১), পিতা- কুদ্দুস শেখ

এক জোট হয়ে ।

উক্ত ঘটনার জের ধরে রবিবার সন্ধা ৬ সময় সময় আমার অনুপস্থিতিতে হাতে লোহার রড, বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, হাসুয়া নিয়ে পরিকল্পিতভাবে আমার বসত বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে আমার পরিবারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। আমার মা হামিদ্য খাতুন(৫০) আসামীদের নিষেধ করিলে তারা আমার মাকে এলোপাতাড়িভাবে কিল-ঘুষি মেরে নীলা ফোলা জখম করে আসামী লাল্টু শেখ (৫) রান্টু আমার বসত ঘরের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে ওয়্যারড্রপের ড্রয়ার হইতে একটি ১২ আনা ওজনের স্বর্ণের চেইন, যাহার মূল্য অনুমান ৮০,০০০/- টাকা বের করে নেয়। আমার পরিবার চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজনদের আসতে দেখে আসামীগণ আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমার বসত ঘরের দুইটি জালানার থাই গ্লাস ভেঙ্গে অনুমান ৪০,০০০/- টাকার ক্ষতি সাধন করে।

এ বিষয়ে মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন বলেন ইমান আলি মেহেরপুর জেলা সন্ত্রাসী তালিকার ১১৯ নম্বর। তার এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এই এলাকাকে অস্থিতিশীল করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে জেলায় যে শান্তির সুবাতাস বইছে সেই শান্তিকে যাতে কেউ বিনষ্ট না করতে পারে এবং এই ঘটনা যাতে পরবর্তীতে না ঘটে সেজন্য সন্ত্রাসী ইমান আলীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে শাহিদুল ইসলাম বলেন পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন কেদারগঞ্জ বাজার থেকে ইমান আলী গ্রামে ফিরে তার গুন্ডাবাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ঘরে আক্রমণ করেছে, ঘর থেকে স্বর্ণের অলংকার ছিনিয়ে নিয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে ইমান আলীর সাথে কথা বলে জানা যায় তাকেই প্রথম পরাগ গাইন মারতে শুরু করলে আত্ম রক্ষার্থে তিনিও পাল্টা আক্রমণ করেছেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত বলেন,গত রবিবারের ঘটনায় মামলা পরিপ্রেক্ষিতে ২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে মামলার অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আগাছানাশক বিষ প্রয়োগে পুড়েছে দেড়শ বিঘা ধান

গাংনীর চিৎলা ভিত্তি পাট বীজ খামারের যুগ্ম পরিচালকের অদক্ষতায় আগাছা নাশক বিষ প্রয়োগ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে প্রায় দেড় শ বিঘা জমির ধান। এতে সরকার হারাচ্ছে প্রায় কোটি টাকা।

এ ব্যাপারে ওই খামারের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম এখন নিরবতা পালন করছেন।

গতকাল রবিবার সরেজমিনে চিৎলা ভিত্তি পাট বীজ খামারে দেখা গেছে বিস্তির্ণ ধানের মাঠ এখন সবুজের পরিবর্তে হলুদ হয়ে গেছে। পঁচে গেছে ধানের গোড়া। পুড়ে গেছে ধানের সব পাতা ও কান্ড।

জানা গেছে, চলতি মৌসুমে চিৎলা ভিত্তি পাট বীজ খামারে ১২০ একর জমিতে ব্রী ২১ ও ব্রী ৭২ উচ্চ ফলনশীল আউস ধানের চারা রোপন করা হয়েছে। ধান রোপনের পর ধানের জমিতে আগাছা বৃদ্ধি পেয়েছে। খামারের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলামের একান্ত কাছের লোক নাজিম উদ্দিন ধানের জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করার জন্য কর্মরত শ্রমিকদের নির্দেশ দেন। নাজিম উদ্দিন নিজেই কীটনাশক বালতিতে ভরে শ্রমিকদের কাছে দেন। চলতি মাসের ২ তারিখে শ্রমিকরা ধানক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগ করেন। কীটনাশক প্রয়োগের কয়েক দিনের মধ্যেই ধানের চারা গাছ গুলো মরতে শুরু করে।

তবে কি ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি কর্মরত শ্রমিকদের। জানা গেছে নিম্নমানের কীটনাশক ও সার, যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম তার ব্যক্তিগত শ্রমিক নাজিম উদ্দিনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গার একটি দোকান থেকে নিয়ে আসেন। নিম্নমানের কোম্পানীর সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় এই খামারে দিন দিন কমেছে ফলন।

এই ব্যাপারে যুগ্ম পরিচালক মোরশেদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা নিষেধ আছে বলে জানান তিনি। তিনি একাধিকবার বলেন, মন্ত্রী এবং আমার ডিপার্টমেন্ট সাংবাদিকদের সাথে

কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

খামারে কর্মরত শ্রমিক সর্দার আব্দুল মান্নান, বলছেন, ধানের জমিতে অনেক আগাছা জন্মেয়. তাই নাজিম উদ্দিন তাদেরকে কীটনাশক প্রয়োগ করতে বলেন। সেই কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে জমির ধান গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। জমিতে কতটুকু কীটনাশক দিতে হবে নাজিম উদ্দীন আমাদের বলে দিয়েছেন। সেমতে জমিতে কীটনাশক স্প্রে করা হয়েছে।

মাস্টার রোলের শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমাদের যুগ্ম পরিচালক স্যারের লোক নাজিম উদ্দীন কীটনাশক পানির সাথে মিশিয়ে দেন। আমরা তার নির্দেশমত জমিতে স্প্রে করি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শ্রমিক জানান, জমির ধান মরে যাওয়া শুরু হলে ওই কীটনাশকের বোতলের আলামত নষ্ট করার জন্য তড়িঘড়ি করে নাজিম উদ্দিন বোতলগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। তাদের মতে, যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলামের একান্ত কাছের লোক নাজিম উদ্দিনের দেওয়া নিম্নমানের কীটনাশকের থাবায় মাঠের পর মাঠের এই ধান পুড়ে গেছে।

শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, নাজিম উদ্দিনের অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করতে পারেন না শ্রমিক ও খামারের উপসহকারী কর্মকর্তারা (ডিএডি)।

নাজিমুদ্দিন এই খামারের যুগ্ম পরিচালকের ভাব নিয়ে কাজ করেন। এই ক্ষমতার উৎস যুগ্ম পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম বলে জানান শ্রমিকরা।

খামারের যুগ্ম পরিচালক বা সহকারি যুগ্ম পরিচালক নয়, এখন ফার্মের সকল কার্যক্রম চলছে যুগ্ম পরিচালকের একান্ত কাছের লোক শ্রমিক নাজিম উদ্দীনের নির্দেশে।

এঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিক দেখে যুগ্ম পরিচালকের একান্ত কাছের লোক নাজিম উদ্দিন লুকিয়ে পড়েন।
অভিযোগ উঠেছে, যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম এই ফার্মে যোগদানের পর থেকেই তার অদক্ষতায় প্রতিবারই লোকসান গুনছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে কীটনাশকের বোতল সংগ্রহ করে গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেনের কাছে নিলে তিনি বলেন, এগুলো আগাছা নাশক কীটনাশক। এসব মানের কীটনাশক জমিতে বেশি ব্যবহার করলে ধান গাছের গোড়ায় ধীরে ধীরে পচন ধরবে। মরে যাবে ধানের ক্ষেত।

এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি চিৎলা ফার্মের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম।